দৈনিক নতুনদেশ-২৯/১০/২০১৫ইং (পৃ-১)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সফল চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান

কমল চৌধুরী

একজন মানুষ সততা, সুশিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা ও দৃঢ় সংকল্পের কারণে একদিন সফলতার স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করতে সহজেই সক্ষম - তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সফল চেয়ারম্যান ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. নজিবুর রহমান। তিনি ২০15 সালের ১২ জানুয়ারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে যোগদানের পর থেকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেরাজস্ব প্রশাসনের সর্বত্র করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ বিভাগের কল্যাণ সাধনে াবিরাম কাজ় করে যাচ্ছেন। তিনি রাজস্ব বোর্ডের সবচেয়ে সফল চেয়ারম্যান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

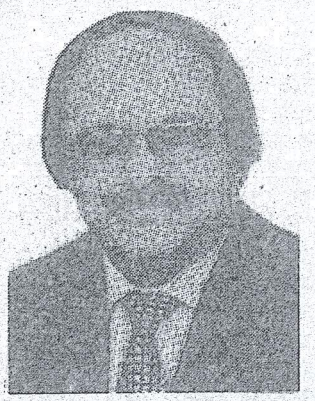

মোঃ নজিবুর রহমান সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার গণেশপুর গ্রামে ১৯৬০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জণ্ুগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম নজাবত আলী এবং মাতা মরহুমা শামসুন্নেছা আলী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ১৯৮২ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় তিনি ১৯৯৯ সালে সাফল্যের

৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলাম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

সাথে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডেভেলপমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন' বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক। মিসেস নাজমা রহমান তাঁর সহধর্মিনী এবং সকল সৃজনশীল কাজের প্রধানতম অনুপ্রেরণা।

নজিবুর রহমান ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস, প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে কর্মরত আছেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে 'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রবর্তিত হয়েছে এবং তিন বছর পর ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জিতই হয়নি বরং অতিক্রম করা হয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনের সর্বত্র করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে তিনি এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি করেছেন। এ পদে আসীন হবার পূর্বে তিনি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছেন। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব হিসেবে তিনি বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের প্রকৃত হিসাব নির্ণয় করে মাথাপিছু আয় ৯২৩ থেকে ১১৯০ এ উন্নীত হয়। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অর্থনৈতিক শুমারী ২০১৩ সম্পন্ন এবং জিডিপির ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ উন্নীত করেন।

তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ইকোনমিক মিনিস্টার পদে কর্মরত ছিলেন। এ সময় তিনি ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওপিএস এর নির্বাহী বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি অর্থনৈতিক সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) এ বাংলাদেশের মুখ্য ডেলিগেটের দায়িত্ব পালন করেন এবং ৪র্থ এলডিসি সম্মেলন (২০১১) ও বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (R10+20, 2012) বাংলাদেশ ও এলডিসি দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে অন্যতম মুখ্য নেগোশিয়েটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি রেজুলিউশনের ওপর নেগোসিয়েশন রাউন্ডের সভাপতি (Facilitator) এর দায়িত্ব পালন করে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি UNDP ও UNFPA এর বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে MDG শীর্ষ সম্মেলনের জন্য UNDP প্রণীত "What will it take to achieve MDGs by 2015" প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য গঠিত Technical Advisory Panel (TAP) এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। উক্ত প্রতিবেদনটি ২০১০ সালে জি-২০ (G20) সম্মেলন ও জাতিসংঘের High Level Meeting on MDG এ অংশগ্রহণকারী সকল সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশের UN Peace Building কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ অর্জনের

২৯/১০/১৫
সৈয়দ এ. মু'মেন
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

②

দৈনিক নওরোজ-২৯/১০/২০১৭ইং (P-৪)

জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘে থাকাকালে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে ও বাংলাদেশের অর্জনের ব্যাপারে তাঁর লিখিত দুটি নিবন্ধ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে যা স্থায়ী মিশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ Bangladesh At The UN ও 40 Years of Bangladesh Membership to the UN এ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বর্তমানে তিনি গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এর আওতায় সকল স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিকল্প সদস্য এবং জিসিএফ এর গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ কমিটি এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি ইতঃপূর্বে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে ২০০৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP) চূড়ান্তকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। একইসাথে জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো (UNFCCC) এর আওতায় আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে সফলতার সাথে বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

তিনি যুগ্ম সচিব হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের আইনগত কাঠামো, আর্থিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন স্থানীয় সরকার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনআইএলজি এর মহাপরিচালকেরও দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় এলজিএসপি প্রকল্প, ভিলেজ কোর্ট প্রকল্প ইত্যাদির সফল বাস্তবায়নে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

নজিবুর রহমান ২০০৪-২০০৭ সাল পর্যন্ত লিয়েনে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) এর প্রতিষ্ঠাতা Project Manager (Deputy Leader), UNDP'র সহকারী আবাসিক প্রতিনিধি/সহকারী আবাসিক পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ে UNDP'র Governance Unit এর প্রধান হিসেবে তিনি নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, পুলিশ রিফর্ম প্রকল্প, বিচার বিভাগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, Civil Service Capacity Building প্রকল্প ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশে ছবিযুক্ত ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর বিষয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাথে বিশেষ করে UN Department of Political Affairs এবং UN Electoral Assistance Division এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে বাংলাদেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ স্থাপনে ভূমিকা রাখেন।

তিনি ২০০১-২০০৩ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব হিসেবে জাতিসংঘ অনুবিভাগে দায়িত্ব পালন করেন এবং বাংলাদেশে UNDP, UNFPA, UNICEFসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম চূড়ান্তকরণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ১৯৯৬-২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার মরহুম জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এর আধুনিকায়ন ও অন্যান্য পার্লামেন্টের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন (Inter Parliamentarian Relation Building) এবং IPU ও CPU এ বাংলাদেশের কার্যকর অংশগ্রহণের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি Institute of Parliamentary Studies এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেস গ্যালারী প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ১৯৯১-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রথম সচিব ও হেড অব চ্যান্সারী এবং চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স এর দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় তিনি ভিয়েতনামেও প্রথম সচিবের সমবর্তী (Concurrent) দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় কেন্দ্রীয়/জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা/থানা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সিভিল সার্ভিসের শুরুর দিকে তিনি ১৯৮৪-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলায় নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, সহকারী কমিশনার এবং নির্বাহী ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিউইয়র্কে যথাক্রমে ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম, ৬৫তম, ৬৬তম, ৬৯তম ও ৭০তম অধিবেশনে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি ২০১০-২০১২ সালে জাতিসংঘের বেশ কিছু প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকান কয়েকটি দেশ সফর করেন। একজন দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে সকলের আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। Protocol Management and International Etiquette, Ombudsman in Bangladesh: A step towards good governance এবং Independence of the Speaker: the Westminster Model & the Australian Experience তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ন্যায়পাল'-সুশাসনের পথে আরেক পদক্ষেপ, 'স্পীকারের স্বাধীনতা' ইত্যাদি। 'পল্লী উন্নয়ন' 'রাজনৈতিক ইতিহাস' এবং 'সাহায্য সমন্বয়' বিষয় সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি মূল্যবান নিবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও 'শিল্প ব্যবস্থাপনা' 'শ্রম কল্যাণ' এবং 'পৌর প্রশাসন' সম্পর্কে তাঁর একক এবং যৌথ রিসার্চ মনোগ্রাফ রয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে 'প্রটোকল ও শিষ্টাচার', 'নেতৃত্ব ও নৈতিকতা', 'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

নজিবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকে স্কাউটিং আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) ও বিভিন্ন কমিটির (যথা-সাংগঠনিক কমিটি, রেজিস্ট্রেশন কমিটি ইত্যাদি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং স্কাউটসের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে তিনি স্কাউটের জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী আয়োজনকারী কমিটির সভাপতি। এছাড়া বিগত ২০০৩-২০০৪ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) উপপরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিএনসিসি'র সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কর্মজীবনে তিনি থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, জর্দান, ইরাক, দুবাই, সৌদি আরব, ওমান, ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, বেলজিয়াম, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, মেক্সিকো, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস্, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য, মরিশাস, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, ভুটান, ইথিওপিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

২৯/১০/১৭

সৈয়দ এ. মু'মেন

জনসংযোগ কর্মকর্তা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।